তারিখ ... 09 DEC 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

দৈনিক
ইত্তেফাক

পাঠ্যপুস্তকের বোঝা কমানো হোক

মো. শহীদুর রহমান

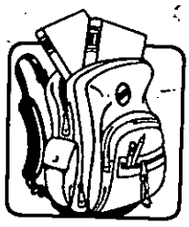

'আজকের শিশুরাই আগামী দিনের কর্ণধার'—এই আপ্তবাক্যটির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি—একটি শিশু যখন সপ্তম শ্রেণি পাস করে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তখন ঐ শিশুটির বয়স বড়জোর ১৩ কিংবা ১৪ বছর হয়ে থাকে। কিন্তু এই বয়সে একটি শিশুকে মাত্র ১১ মাসের মধ্যেই ১৪টি বিষয়ে পড়ালেখা করে জেএসসি পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয়। ১১ মাস এজন্য বলা হলো যে, জেএসসি পরীক্ষা সাধারণত প্রতি বছর পহেলা বা দোসরা নভেম্বর থেকে শুরু হয়ে থাকে। আর এই হিসেবে একটি শিশুকে এক বছর নয়, বরং ১১ মাস শেষেই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হয়।

এই কোমলমতি শিশুদের ওপর শিক্ষা মন্ত্রণালয় অহেতুক কতগুলো বিষয় পাঠ্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই বিষয়গুলো পরবর্তীসময়েও শিশুদের পড়ানো যেত। যেমন শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য, চারু ও কারুকলা, কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি। তাই ঐ বিষয়গুলো আগামী শিক্ষাবর্ষ অর্থাৎ ২০১৬ সাল থেকে অষ্টম শ্রেণিতে চতুর্থ বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হোক এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শিশুদের ওপর থেকে অহেতুক পাঠ্যপুস্তকের বোঝা কমানোর জন্য বারবার যে তাগাদা দিয়ে আসছেন, তারও যথাযথ বাস্তবায়ন করা হোক।

লালমনিরহাট